"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিজ্ঞা করো - যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যযুগীয় স্বরাজ্য স্থাপন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সুখের নিদ্রায় শোবো না, পবিত্র হয়ে সকলকে পবিত্র করবো"

*প্রশ্নঃ - ড্রামায় কিরকম মৃত্যু হওয়াও যেন সঙ্গমযুগের রীতি-রেওয়াজ ?

*উত্তরঃ - বিজয় মালায় আসার পুরুষার্থ করা ভালো ভালো বাচ্চারাও আশ্চর্যবৎ শুনন্তি, কথন্তি (অন্যদেরকে শোনায়) তারপর ভাগন্তি হয়ে যায় অর্থাৎ মারা যায়। এইরকম মৃত্যুও যেন সঙ্গমযুগের রীতি-রেওয়াজ হয়ে গেছে। শ্রীমতে না চলার জন্য মায়া পরাজিত করে। বাবার হয়ে হাত ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ মৃত হয়ে যাওয়া। সৌভাগ্যের উপরে দাগ লেগে যায়।

*গীতঃ- দুয়ারে এসেছি প্রতিজ্ঞা নিয়ে.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি জীবিত অবস্থায় মৃতবৎ হয়ে যাওয়া বাচ্চারা এই গান শুনেছে, যারফলে জীবিত থেকেও বলিপ্রদত্ত হয়ে গেছে। সকলেই তো বলিপ্রদত্ত হয়ে যায়নি। নম্বরের অনুক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে জীবিতকালেও মৃত-সম হয়ে যায়। যখন কেউ দত্তক নেয় বা অ্যাডপ্ট করে তখন এক পরিবারকে ছেড়ে অন্য পরিবারের হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে, আমরা আসুরীয় পরিবারের থেকে মৃত-সম হয়ে এখন ঈশ্বরীয় পরিবারের হয়েছি। ঈশ্বর এসে দত্তক নিয়েছেন। অজ্ঞানকালে কেউ ঈশ্বরের কাছে অ্যাডপ্টেড হয় না। ধর্মীয় গুরুর কাছে অ্যাডপ্টেট হয়। যেমন বল্লভাচারী শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে বাচ্চাদের শ্রীকৃষ্ণের কোলে (দত্তক) দিয়ে দেয়। কিন্তু সে তো হলো জড় চিত্র, সেইজন্য তারপর ব্রাহ্মণ পূজারী দত্তক নিয়ে নেয় -- বৈষ্ণব বানানোর জন্য। এরকম তো অনেকেই দত্তক নেয়। বাচ্চারা জানে -- অবশ্যই তাদের কোলে যায়, যারা এসে চলে গেছেন। কেউ ক্রাইস্টের কোলে যায়, কেউ ইব্রাহিমের কোলে। কবে চলে গেছে, তারা আবার কবে আসবে -- তা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। এখন তোমরা জীবিতকালেই মৃত-সম হয়েছো। তোমাদের একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে হবে। লৌকিক বাবার বাচ্চা কোলে আসে, বাবা যখন মারা যায়, তখন বাচ্চা রয়ে যায়। এখানে তোমরা এমন বাবার কোলে এসেছো, যে বাবা তোমাদের এই মৃত্যুলোক থেকে অমর লোকে অথবা দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যাবেন। মনুষ্যমাত্রেরই সদগতিদাতা হলেন একজনই। এমন নয় যে সদ্গতি কেবল তোমরা পাও। সদ্গতি তো অবশ্যই সকলেই পায় কিন্তু ড্রামানুসারে কারোর সতোপ্রধান, কারোর সতঃ, কারোর রজঃ, তমঃ সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। যদি তমঃ-তে আসে তবুও প্রথমে আসায় দুঃখ ভোগ করে না। প্রথমে সুখ অবশ্যই ভোগ করতে হবে। শেষে তো সকলেই দুঃখ ভোগ করে।

বাবা বলেন যে সদগতিদাতা, পতিত-পাবন আমি হলাম অদ্বিতীয়। প্রথম প্রথম যে আত্মারা আসে তারা সুখ ভোগ করে তারপর দুঃখে আসে। তোমরাও নম্বরের অনুক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে প্রথমে সতোপ্রধান তারপরে সতো, রজো, তমোতে আসো। তোমরাও নম্বরের অনুক্রমে সদগতি প্রাপ্ত করো। মুখ্যতঃ ৮টি দানা গোনা হয়ে থাকে, তাই না ! এখন তোমরা সকলেই হলে দ্রৌপদী। বাবার হয়েছো সে'জন্য বাবাকে কখনো ছাড়বে না কিন্তু শ্রীমতানুসারে স্মরণ না করলে তখন আবার মায়া হাত ছাড়িয়ে দেয়। কোলে তো এসেছো, শুরু থেকে চলছো। ভালো ভালো বড় মিষ্টি বাচ্চারা, যাদের বিজয় মালায় তিন চার নম্বরে রাখা হতো তারাও আশ্চর্যবৎ ভাগন্তি হয়ে গেছে। এ'সব হলো এই সঙ্গমযুগের রীতি-রেওয়াজ। আশ্চর্যবৎ শুনন্তি, কথন্তি , মরন্তি -- এরকম হতে থাকবে। বলবে ড্রামায় এদের এমন মৃত্যুই ছিল। বাবার হয়ে তারপর হাত ছেড়ে দিলে অর্থাৎ মৃত-সম হয়ে গেল। থাকে তো অবশ্যই এই দুনিয়াতেই কিন্তু জীবিত থেকেও এখান থেকে বেরিয়ে আসুরীয় দুনিয়ায় চলে গেছে। কিছু তো কারণ আছে, তাই না ! অবশ্যই বলবে ড্রামা ! কিন্তু শ্রীমতে না চলার জন্য মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে যায়। সৌভাগ্যে দাগ পড়ে যায়। ঈশ্বরের হয়ে যাওয়ায় তারপর লাগে মায়ার সঙ্গে লড়াই। এছাড়া দেবতা আর অসুরদের লড়াই হয় না। অসুর হলো মায়া যে বিজয়লাভ করে।

আচ্ছা, এখন বাচ্চারা লেখে যে রাখীবন্ধনের উৎসবে কি করবো ? প্রতিটি উৎসবে প্রস্তুতি তো নিতে হয়, তাই না ! রাখীবন্ধন পর্বের উপলক্ষে আগাম গিয়ে রাখী বাঁধে। এর সম্পূর্ণ রহস্য বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আগে তো ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা রাখী বাঁধতো। এখন এই রেওয়াজ বেরিয়েছে যে বোন ভাইকে রাখী বাঁধে। আসলে ব্রাহ্মণেরা রাখী বাঁধতো। কারণ ব্রাহ্মণ জাতি উঁচু, স্বচ্ছ গায়ন রয়েছে। ব্রাহ্মণ আসলে সন্ন্যাসীদের থেকেও উঁচু। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এই সময় সন্ন্যাসী উঁচু হয়ে গেছে। আগে ব্রাহ্মণেরা রাখী বাঁধতো। তারপর জন্মাষ্টমীতে সেই রাখী খুলে ফেলতো। যেমন দ্রৌপদীর উদ্দেশ্যে

বলা হয়ে থাকে যে জটা(কেশ) খুলে দিয়েছিল। ঋষিদের জটাও সর্বদা খোলা থাকে। পতিব্রতা স্ত্রী হলে তখন কেশ বন্ধন (কেশসজ্জা) করে। দ্রৌপদী খুলে ফেলেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপন রাজ্য ফিরিয়ে না নেবো ততক্ষণ পর্যন্ত কেশ বাঁধবো না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের কেবল অর্থ বোঝানো হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বরাজ্য না নেব ততক্ষণ পর্যন্ত সুখ-শয়ন করবো না। গাওয়াও হয়ে থাকে -- আরাম হলো হারাম। ভিতরে এই উদ্দীপনা থাকে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বরাজ্য নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত সুখ কোথায় ? সুখ তো ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হবে। সেইজন্য পুরুষার্থ এখনই করতে হবে। এখন তোমরা জানো রাখীবন্ধন অর্থাৎ পবিত্র থাকার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করি। রাখী অর্থাৎ এ হলো পবিত্রতার কথা। এখন এই উৎসব কবে থেকে শুরু হয়েছে ? কেন শুরু হয়েছে ? কে ছিলেন যিনি রাখী বন্ধনের রায় দিয়েছিলেন ? কেউ একজন রায় দেয় তখন তার নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। তাহলে এ হলো পবিত্রতার নিদর্শন। বোন তো হলো কুমারী। কুমারীরা বাঁধে। তোমরা গৃহস্থীদেরও গিয়ে বাঁধো। কুমার তো হলোই কুমার। বোন ভাইকে বাঁধে, কুমার হোক বা বিবাহিত হোক। বিবাহ করেছে তার পরেও পবিত্র রয়েছে এ তো বড়ই মুশকিলের। ভগবান বলেন যে এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে থাকো, সেও থাকতে পারে না। তাহলে বোনের দ্বারা কুমার ভাইকে রাখী পড়ানো উচিত যে প্রতিজ্ঞা করো -- আমরা কখনো বিষ পান করবো না। যে হয়ই বিকারী সে কখনো বিকার ত্যাগ করবে না। ভগবানের আদেশও মান্য করবে না। সেইজন্য এই কুমার-কুমারীদের রীতি-রেওয়াজ চলে আসছে। এখন তোমরা বোঝো যে এই উৎসবও হলো সঙ্গমযুগের। সত্যযুগে তো হয়ই সকলে পবিত্র। সেখানে রাখীবন্ধনের প্রয়োজনই নেই। এমন নয় যে সত্যযুগ থেকে নিয়ে এই রীতি-রেওয়াজ চলে আসছে। অনেক উৎসবই এই সঙ্গমযুগের। লক্ষ্মী-নারায়ণের উৎসবও এখনই পালন করা হয়, কিন্তু এর মহত্ব নেই। শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করা হয়, কিন্তু প্রথমে তো শ্রীকৃষ্ণকে এরকম কে বানিয়েছেন -- তা বলো ? বেচারাদের জানাই নেই। সেও পরিষ্কার করে লিখতে হবে। উৎসব সবই হলো এই সময়ের। সত্যযুগে এ'রকম কথা (বিষয়) হয় না। এ তো দ্বাপরের কিছু সময় পরের থেকে পুনরায় শুরু হয়। দীপাবলীর উৎসব সত্যযুগের পালন করা হয় না যেমনভাবে এখানে পালন করা হয়। এখানে পালন করা হয় আলাদা অর্থে। উৎসবের মাহাত্ম্য কবেকার -- তা হলো বুঝবার মতন বিষয়। বাচ্চাদের বোঝানো হয়ে থাকে -- এই উৎসব হলো এইসময়ের যখন শিব-জয়ন্তী হয়ে থাকে, তারপর হয় রাখী। পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করে যে এই অন্তিম জন্মে আমরা পবিত্র থাকব -- ভারতকে অথবা বিশ্বকে পবিত্র বানানোর জন্য।

বাচ্চারা তোমাদের জন্য এই রাখী বন্ধনের অনেক মহত্ব । তোমরা প্রতিজ্ঞা করো যে - আমরা কখনো পতিত হব না। এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছো, সুতরাং তোমরা পবিত্র কুমারীদেরই অধিকার আছে রাখি বাঁধার। ভাইদের সবসময় পবিত্র থাকার জন্য রাখি বাঁধতে হবে আর গৃহস্থদের প্রতিজ্ঞা করাতে হবে পবিত্র থাকার জন্য। মানুষ আহ্বান করে বলে না যে - পতিত-পাবন এসো! সুতরাং যা গায়ন আছে সেটাই প্রতিজ্ঞা করানো হয় - পতিত থেকে পবিত্র হও। বাবা এসে প্রতিজ্ঞা করান। শিব জয়ন্তীর পরে হয় রাখী বন্ধন। হোলিও হলো জ্ঞানের । ধুরিয়া আর হোলি - দুই-ই এই সময়ের। হোলি অর্থাৎ পবিত্র হও, ধুরিয়া মানে জ্ঞান ধারণ করো। ওরা তো নুড়ি পাথর, গোবর ইত্যাদি দিয়ে কি-কি সব তৈরি করে। সুতরাং পতিত-পাবন বাবা এসেই বাচ্চাদের বোঝান।

যারা জীবিত থেকেও মরে যায় (মরজীবা) তাদের মধ্যেও প্রকৃত সন্তান (মাতেলে) আর সৎ সন্তান (সৌতেলে) রয়েছে। প্রকৃত সন্তানের হিসেব-নিকেশ অবশ্যই বাবার কাছে থাকবে। বাবা নিশ্চয়ই বাচ্চাদের কাজ কারবার, সম্পত্তি সম্পর্কে জানবেন। প্রকৃত সন্তান সেই যার বাবার প্রতি সম্পূর্ণ ভালোবাসা থাকে। প্রকৃত সন্তানদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে আছে । সৎ সন্তানরাও নম্বর ক্রমানুসারে হয়। কেউ কুপুত্র, কেউ সুপুত্র তো হয়েই থাকে। সঙ্গম যুগেই শিব জয়ন্তী পালন হয়। সঙ্গমকেও সময় দেওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, একে লিপ (লিপিয়ার) মাস বলা হয় তারপর লিপ সেঞ্চুরি ১০০ বছরের। এটা একটা খুব উঁচু লিপ শতাব্দী। বিংশ শতাব্দী বলা হয় না! তার মধ্যেও এই

শতাব্দী, যখন বাবা আসেন, একে সঙ্গম সেঞ্চুরি বলা হবে। উথাল-পাথাল হতে টাইম লাগে। দীপমালাও হলো এই সময়ের। তোমরা বাচ্চারা জানো শিব জয়ন্তীর পরেই পবিত্রতার কথা আসে। শুরু থেকেই পবিত্রতা নিয়ে ঝগড়া হয়ে আসছে। পবিত্রতার সাথে জ্ঞান আর যোগের হোলি-ধুরিয়া সাথে-সাথে জড়িত। বাবার স্মরণ খুব ভালো হওয়া উচিত। সাথে জ্ঞানের ধুরিয়াও (হোলের আগের দিনের এক উৎসব) চলতে থাকবে। জ্ঞানের বৃষ্টি তোমাদের উপর পড়তেই থাকবে। পবিত্রতা নিয়েই ঝগড়া হয়ে থাকে। সবাই বলে যে, কে এসেছে যে বলে ঘর-পরিবারে থেকেও পবিত্র হয়ে দেখাও। সন্ন্যাসীরাও তো নিজেরা ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায়। গোপীচন্দ্র রাজারও কাহিনী আছে। রাজাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল - তুমি রাজ্য-ভাগ্য কেন ছেড়ে চলে গেলে? উত্তরে বলেছিল - প্রভু-মিলনের জন্য ছেড়েছি। এর উপরে ভালো-ভালো গানও গাওয়া হয়। এখানে গৃহস্থ পরিবারে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। পবিত্রতার উপরেই খিটখিট হয়ে

থাকে।

এই রাখী বন্ধন পবিত্র হওয়া আর পবিত্র করে তোলার স্মৃতি পর্ব। এখানে দেখো, ছোট-ছোট বাচ্চাদেরও সাক্ষাৎকার হয়। এখন প্রশ্ন জাগে এই ছোট বাচ্চারা কি ভক্তি করেছে? বাবাও চট করে সবাইকে সাক্ষাৎকার করিয়েছেন, তখন ভাবতো এটা তো জাদু। একে বলে - শিববাবার দিব্য কর্তব্য (চরিত্র) । বসে-বসেই হারিয়ে (একাত্ম) যেত - একেও ড্রামাই বলা হবে। একে অপরকে দেখলো আর ধ্যানে চলে গেলো। এই সব দিব্য কর্ম (চরিত্র) পরমপিতা পরমাত্মার, শ্রীকৃষ্ণের নয়। শ্রীকৃষ্ণের নাম নিয়ে সম্পূর্ণ বদনাম করে দিয়েছে। ভাগবতে কি-কি সব লিখেছে ! শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স সে চীর (বস্ত্র) হরণ করেছে.... এই করেছে .... এমন চরিত্র বা কর্মের জন্য গায়ন করা হয় না। দুনিয়ার মানুষ মনে করে শ্রীকৃষ্ণ সত্যিই এইসব করেছে। তারপর বলে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে আত্মা প্রবেশ করে থাকবে, যে জ্ঞান শুনিয়েছে। কিন্তু এটা তো হতে পারে না। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রিন্স ছিলেন, তারপর তারা রথও দেখিয়েছে। রথে শ্রীকৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে। ঘোড়ার গাড়িতে বসে কি পাঠশালা চালানো যায় ? এটা হলো রাজযোগ পাঠশালা। কোথায় ওরা যুদ্ধের ময়দান দেখিয়েছে আর কোথায় তোমাদের এই যুদ্ধ! এই যুদ্ধ হলো মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের এই রাখী বন্ধন সম্পর্কে বোঝাতে হবে। রাখী বন্ধন অর্থাৎ পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা এসেছেন। তোমাদের হলে ব্রহ্মাকুমারী যাদের গায়ন আছে। কুমারী সেই যে ২১ কুলকে উদ্ধার করে। এইসব সঙ্গম যুগেরই কথা। এই উৎসব সত্যযুগে হয়না। রাখী বন্ধনের পরে আসে শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী, কেননা সত্যযুগে প্রথম নম্বরে জন্ম শ্রীকৃষ্ণের। ওনারও রাজধানী আছে। তিনিও এই সময় প্রতিজ্ঞা করেন - শ্রীকৃষ্ণ কুলে যাওয়ার জন্য। এটা হলো রাজযোগ। তোমরা নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠো। লক্ষ্মী-নারায়ণের জীবন কাহিনী নেই। বাবা বুঝিয়েছেন রাধা-কৃষ্ণ তথা লক্ষ্মী-নারায়ণের জীবন কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন পালন করে থাকে। আচ্ছা, নারায়ণ জয়ন্তী কোথায় গেল? কারণ তো থাকবে না! না বোঝার কারণে পুরো খেলাটাই গুলিয়ে ফেলেছে। সম্পূর্ণ মহত্ব এখনকার। এমনটাও মনে করো না যে দীপমালা সত্যযুগ থেকে শুরু হয়েছে। সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া। সবার আত্মা জাগ্রত। সমস্ত উৎসব এই সময়ের জন্য। এখন তোমরা সবার বায়োগ্রাফি (পরিচয়) সম্পর্কে জানো। শিববাবা স্বয়ং এসে বাচ্চাদের বলেন যে এখন পবিত্র হও। তোমরা আত্মারা ময়লা হয়ে গেছো। সন্ন্যাসীরা তো বলে আত্মা নির্লেপ সেইজন্যই অনেক মানুষ বলে থাকে ডিম, মাছ ইত্যাদি খেলে কোনো ক্ষতি নেই। প্রত্যেকেরই নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান আছে তাইনা। আগে কালীর সামনে মানুষকে বলি দিত। শিবকে তো কালো বলবে না, না শঙ্করকে বলবে। তবে হ্যাঁ, ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর দুই রূপ গৌর (সুন্দর) থেকে কালো হয়ে যায়। এ'সবই বাবা বসে বোঝান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার প্রতি সম্পূর্ণ ভালোবাসা রেখে সুপুত্র হতে হবে। নিজের সমস্ত খবর বাবাকে দিতে হবে। কখনও কুপুত্র (অবাধ্য) হওয়া উচিত নয়।

২) রক্ষা বন্ধনের যথার্থ রহস্য বুদ্ধিতে রেখে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মায়ার কাছে হেরে যেও না। পবিত্রতার শক্তির দ্বারা স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বরদানঃ- সদা মিলনের দোলনায় দুলতে থাকা ততত্বম্ এর বরদানী বাবার সমান ভব

যেমন বাপদাদা তোমাদের অর্থাৎ মালিকদের আজ্ঞাকে মেনে মিলিত হওয়ার জন্য আসেন, জী হাজির এর পাঠ পড়ে হাজির হয়ে যান, তেমনই ততত্বম্ । অমৃতবেলা থেকে শুরু করে দিনের সমাপ্তি হওয়া পর্যন্ত ধর্ম আর কর্মে বাবার সমান হতে পারলে সবসময়ই মিলনের দোলনায় দুলতে থাকবে। এই মিলনের দোলনায় থাকলে প্রকৃতি আর মায়া দুই-ই তোমাদের দোলনায় দোলানোর দাসী হয়ে যাবে। সর্ব খাজানা তোমাদের এই শ্রেষ্ঠ দোলনার শৃঙ্গার হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- সদা ব্রহ্মা বাবার ভূজায় (বাহু) সমাহিত হয়ে থাকো তাহলে সেফ্টী'র অনুভব করবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;